R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ ( মুর্শিদাবাদ )
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )
স্থাপিত ঃ ১৯১৪

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৪শ বর্ষ
১৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৭ই আশ্বিন বুধবার, ১৪০৪ সাল।
২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

## বিভিন্ন কেলেঙ্কারীতে কোটি কোটি টাকা নয়ছয় হলেও ভোটের দেড় বছর বাদে পাওনা মেলেনি

বিশেষ প্রতিবেদক : গত বছর বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনের সময় লগ্নী করা টাকা জঙ্গিপুর মহকুমার ব্যবসায়ীরা এখনও সম্পূর্ণ পাননি। কেউ কেউ কিছু করে পেলেও সম্পূর্ণ টাকা পেতে আর কত সময় লাগবে তার সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছেন নির্বাচন দফতর থেকে শুরু করে খোদ প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা। মহকুমার বহু ব্যবসায়ী টাকা আদায়ের ব্যাপারে বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও ফল হয়নি। বেকার যুবকরা যারা নির্বাচনের সময় কিছু লগ্নী করেছিলেন মুনাফার আশায় তাঁরাও হতাশ। এ বিষয়ে সদ্য বিদায়ী মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল আমাদের জানান, সব টাকা না আসায় ব্যবসায়ীদের পাওনা পুরোপুরি শোধ করা যায়নি। যদিও জানা গেছে ব্যবসায়ীরা তাদের প্রাপ্য পুরো টাকা না পেলেও সরকারী ভোটকর্মী এবং অফিসাররা তাদের প্রাপ্য টাকার পুরোটা বহুদিন পূর্বে বুঝে নিয়েছেন। মহকুমা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, নির্বাচনের জন্য জঙ্গীপুর মহকুমা থেকে মোট ৮০ লক্ষ টাকা খরচ দেখানো হয়েছিল। তার মধ্যে কয়েকবারে গত জুন মাস পর্যন্ত পাওয়া গেছে ৫৬ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে বেশীর ভাগ টাকাই ভোটকর্মীদের পাওনা মেটাতে চলে যায় বলে পূর্বতন মহকুমা শাসক জানান। এছাড়া নির্বাচনে গণনা কার্য চালাবার জন্য বহরমপুরের ডেকোরেটরকে দিয়ে যে ৮টি ঘর বানানো হয় তাতে খরচ দেখানো হয়েছিল ১৮ লক্ষ টাকা। ডেকোরেটরদের বিল ৫০ শতাংশ মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর নির্বাচনে ব্যবহৃত বিভিন্ন গাড়ীর মালিক ও তেলের পাম্পগুলিকে প্রায় ৬০ শতাংশ টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়। ডেকোরেটরদের বিল অত্যধিক হওয়ার পেছনে তৎকালীন মহকুমা শাসক দেবব্রতবাবু জানান, আবহাওয়া দফতর থেকে গণনার সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের খবর দেওয়ায় ডেকোরেটরদের সেইভাবে প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছিল। তবে ঐ (শেষ পৃষ্ঠায়)

## জোর করে লিখে নেওয়া পদত্যাগপত্র গ্রহণের প্রশ্নই ওঠে না চেয়ারম্যান আমিই —সফর আলী

ধুলিয়ান : গত ২৭ আগষ্ট স্থানীয় পুরপতি সফর আলীকে ঘেরাও করে যে পদত্যাগপত্র লিখিয়ে নেওয়া হয় সেই পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৩ সেপ্টেম্বর ভাইস-চেয়ারম্যান পদত্যাগপত্র সম্বন্ধে ব্যবস্থা নিতে পুরমিটিং ডাকেন। পুরসভা চত্বরে কড়া পুলিশী ব্যবস্থা দেখা যায়। ঐ মিটিং-এ কংগ্রেস বা বিজেপি কাউন্সিলাররা যোগ দেননি সিপিএম ৬, ফঃ ব্লক ১, নির্দল প্রকাশ সিং ১, আরএসপি ২ মোট ১০ জন কাউন্সিলার উপস্থিত হন চেয়ারম্যানের পদত্যাগপত্র সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং ২৯ সেপ্টেম্বর নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচন হবে বলে সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। এ ব্যাপারে চেয়ারম্যান সফর আলী বলেন এই মিটিং সম্পূর্ণ অবৈধ। প্রথমতঃ তাঁর পদত্যাগপত্র জোর করে লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে তিনি সর্বস্তরে জানিয়ে দেন। দ্বিতীয়ত ভাইস-চেয়ারম্যানের মিটিং ডাকার কোন অধিকার নেই। অতএব পদত্যাগপত্র গ্রহণ বা বর্জনের প্রশ্নই ওঠে না, তিনি চেয়ারম্যান আছেন ও থাকবেন। নূতন করে চেয়ারম্যান নির্বাচনের ঘোষণা হলেও তা বেআইনী ও অবৈধ বলে তিনি জানান।

## প্রধানমন্ত্রী দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্পে পুরসভায় ডাক্তার নিয়োগ

রঘুনাথগঞ্জ : প্রধানমন্ত্রী দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্পে দরিদ্র পুরবাসীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য পুরসভা একজন ডাক্তার ও একজন কম্পাউণ্ডার নিয়োগ করেছেন। খুব শীঘ্র একটি আউটডোর করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে। নিয়োগপত্র পেয়েছেন আইলেরউপরের অধিবাসী ডাঃ নরেশ মণ্ডল ও অবসরপ্রাপ্ত কম্পাউণ্ডার পবিত্র ধর। এই নিয়োগ নিয়ে কাউন্সিলারদের মধ্যে অনেকে অভিযোগ করেন যে নিয়োগ-প্রাপ্ত ডাক্তার মেডিক্যাল কাউন্সিল দ্বারা শংসিত নন। এবং তাঁদের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও চেয়ারম্যান তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই নিয়োগ করেছেন। চেয়ারম্যানকে এ নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন—আমি এখানকার স্থানীয় ডাক্তারদের সাহায্য চেয়েছিলাম তাঁদের পার্টটাইম কাজ করতে বলে। কিন্তু কোন সাড়া পাইনি। ডাঃ অনুরাধা চ্যাটার্জী কাজ করতে চাইলেও, তিনি এখানকার বাসিন্দা নয় এবং তাঁর স্বামী অন্যত্র কাজ করেন; অতএব যে কোন সময়েই তিনি চলে যেতে পারেন বলেই তাঁকে নিইনি। বেকার যুবক থাকা সত্ত্বেও অবসরপ্রাপ্ত কেন নেওয়া হলো, এ প্রশ্নে পুরপতি বলেন—বেকারদের ক্ষেত্রে প্রথমত ট্রেনিং দেওয়ার ঝামেলা ও খরচা আছে। পরবর্তীতে চাকরী স্থায়ী করা ও গ্রেড দেওয়া নিয়ে আন্দোলন হবেই। তাতে অযথা ব্যয় বেশী হবে ভেবে কম ভাতায় অবসরপ্রাপ্ত কম্পাউণ্ডার আমি নিয়োগ করেছি। আর ডাঃ মণ্ডল পাশ করা নন এটা ঠিক নয়। তাঁর ডিগ্রি (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
বাজিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই আশ্বিন বুধবার, ১৪০৪ সাল।

## ॥ 'ভাল রকম দুর্নীতি' ॥

বর্তমান নিবন্ধটির শিরোনাম আমাদের পত্রিকার গত সংখ্যায় প্রকাশিত ফরাক্কা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সম্বন্ধে প্রকাশিত প্রতিবেদনের অংশ বিশেষ। অবশ্য এই শিরোনাম জঙ্গিপুর সদর হাসপাতাল সম্বন্ধে একই সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

খবরে জানা যায় যে, ফরাক্কা ব্যারেজের সি এম ও ব্লক মেডিক্যাল অফিসারকে লিখিত এক পত্রে ১০টি বেডের জন্য ব্যারেজ হাসপাতালের পাওনা টাকা দাবী করেন। ব্লক মেডিক্যাল অফিসার অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পান যে, গত ৩০-৩-৯২ তারিখ ষ্টেট ব্যাঙ্কে ৪১,৬২২ টাকা জমা দেখান হইয়াছে। অতঃপর তিনি ষ্টেট ব্যাঙ্কে পত্র লিখিয়া জানিতে পারেন যে, ব্যাঙ্কে উক্ত পরিমাণের টাকা জমা পড়ে নাই। কিন্তু ব্লক মেডিক্যাল অফিসার ইহার পর এই সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা, তাহা জানা যায় নাই। তাহা ছাড়াও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার ও স্বাস্থ্য কর্মীদের কোয়ার্টার ভাড়া ও অপরাপর চার্জ বাবত ৩০ হাজার টাকা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ নাকি পান নাই। এই সমস্ত ব্যাপার রহস্যাবৃত রহিয়াছে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিস হইতে কোনও উচ্চবাচ্য করা হয় নাই বলিয়া প্রতিবেদনে জানা যায়। সুতরাং দুর্নীতি রহিয়াছে বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক।

জঙ্গিপুর সদর হাসপাতাল সম্বন্ধে আমরা বহুবার বহু বিষয়ে লিখিয়াছি। সাম্প্রতিককালে যে খবর পাওয়া গেল, তাহাতে জানা যায় যে, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বিভাগে এই হাসপাতালে যে তিনজন কর্মী রহিয়াছেন, তাঁহারা নিজেদের কাজ (রোগীদের রোগোত্তর অবস্থা বিষয়ে খোঁজ লওয়া) নাকি করেন না; অথচ টি-এ ও ভাতা খরচ নেন। বর্তমানে ভাতা বন্ধ হইয়াছে। গ্রুপ ডি-র দুইজন কর্মীর কাজ নিয়মিত নয়। তাঁহাদের নামে রিপোর্ট করা হইলেও বেতন তাঁহারা ঠিকমত পাইতেছেন। এক্স-রে বিভাগের টেকনিসিয়ান সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য। ডাক্তারবাবুরা একসঙ্গে বেশী সংখ্যায় ছুটি লইলে হাসপাতালের আউটডোর বিভাগ একদিন খোলা হয় নাই। রোগীদের অবস্থা স্পষ্টই বুঝা যায়। ডাক্তারবাবুরা ছুটি পাওয়ার নিশ্চয়ই অধিকার। তবে ইহাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা যখন তখন ছুটি লইলে হাসপাতালের ইনডোরের কাজ চালান মুস্কিল হয়। আর হাসপাতালের ভিতরের ও বাহিরের পরিচ্ছন্নতার কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। কেন না যত নোংরা ভিতরে, তত বাহিরে। ঝোপ-ঝাড়, কুকুর, শূকর, গরু, ছাগল প্রভৃতির অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। হাসপাতালের দেওয়ালে নানা গাছপালা ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া বিল্ডিং এর বারটা বাজাইতেছে। লোডশেডিং-কালে একটা জেনারেটর সব জায়গা আলোকিত করিতে পারে না। কিছু অংশে হ্যারিকেন ও মোমবাতি ভরসা। আবার কোথাও অন্ধকারের রাজত্ব চলে।

সরকারের জনস্বাস্থ্য দপ্তর অবশ্যই রহিয়াছে। আছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যসচিব ইত্যাদি। কিন্তু হাসপাতাল অথবা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির বেহাল অবস্থা। তদুপরি নীতিভ্রষ্টতা। রোগের জন্য যে সব আয়োজন, তাহা বহিরঙ্গমাত্র; অন্তরঙ্গে নিঃসীম শূন্যতা।

## আত্মদীপ টেরিজা

### তৃষাঙ্কুর

স্কোপজে গ্রামের দুহিতা এ্যাগনেস আজ মাদার টেরিজা। ছিলেন শিক্ষিকা হলেন সেবিকা। শিক্ষার্থী জীবন থেকে শুনেছেন কলকাতার কথা, কলকাতার আনাচে কানাচে ছড়ানো ছিটানো অসহায় আর্ত মানুষের জীবন বেদনার কথা জেসুইটদের মুখ থেকে। অন্তরের গভীরে অনুভব করতেন বেদনার্ত মানুষদের জন্য সহানুভূতি। একটা তাগিদ একটা প্রেরণা তাকে উদবুদ্ধ করে তুলেছিল। তাই কাজের ক্ষেত্র হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন কলকাতাকে। যীশুর ধর্মে দীক্ষিতা, তার বাণীতে অনুপ্রাণিতা টেরিজা বেছে নিলেন সেবাধর্মের পথ। 'আমি ক্ষুধার্ত, আমাকে অন্ন দাও; আমি বিবস্ত্র, আমাকে বস্ত্র দাও; আমি নিরাশ্রয়, আমাকে আশ্রয় দাও'—যীশুর শাশ্বত বাণী ছিল টেরিজার চর্য্যা, কর্মের মন্ত্র, সাধনার জপমালা। স্বার্থমগ্ন, হিংসায় উন্মত্ত জগতে এগিয়ে এলেন সেবাব্রতী এই মহীয়সী নারী। আর্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন; অনাথ নিরাশ্রয় শিশুদের তুলে নিলেন বুকে। তার মধ্যে অনিকেতহীন পেল নিরাপদ আশ্রয়; অনাথ পরিচয়হীন পরিত্যক্ত শিশু পেল মায়ের অন্তরের উষ্ণ স্নেহ আর ভালোবাসা; রোগ যন্ত্রণা কাতর উপেক্ষিত আর্ত রোগী পেল করুণাময়ী জননীর সহানুভূতি এবং সেবা। মমতায়, স্নেহে, সহানুভূতিতে, পরিচর্য্যায় টেরিজা শুধু সেবিকা হয়ে রইলেন না, হয়ে উঠলেন মহীয়সী জননী। বিশ্বজননী। মাতৃত্বের মহিমায় হয়ে উঠলেন উদ্ভাসিত। স্কোপজের এ্যাগনেস ভারতে এসে হলেন টেরিজা। সেবিকা টেরিজা হলেন মাতৃমহিমার প্রতিমূর্তি মাদার টেরিজা। ভালোবাসায়, সেবায় গড়ে তুললেন প্রেমের পঞ্চবটী—নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। জননী হলেন বিশ্বজননী। বিশ্ববন্দিতা মাদার সর্বজন প্রণম্যা। 'আত্মদীপভব' বুদ্ধ বাণীর সার্থক অভিব্যক্তি।

## চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

### টেলিফোন প্রসঙ্গে

জঙ্গীপুর নাগরিক কমিটির পক্ষে আপনার পত্রিকার মাধ্যমে জঙ্গীপুর পারের টেলিফোন-এর অব্যবস্থা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

উক্ত জঙ্গীপুর এক্সচেঞ্জের সহিত বাহিরের কোন স্থানে এমন কি রঘুনাথগঞ্জে ফোন করিলেও টেলিফোনে গতানুগতিক 'Please try after sometime' ক্যাসেটটা বাজে। জঙ্গীপুর এক্সচেঞ্জের জন্মলগ্ন হইতেই ইহা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। শুনিয়াছি ইহার কারণ এ সময় টেলিফোন ব্যস্ত কিন্তু প্রকৃত কারণ টেলিফোন খারাপ। কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ করি।

নির্মলকুমার চ্যাটার্জী, জঙ্গীপুর
২০/৯/৯৭

## মাটির তলা থেকে প্রাচীন দেবমূর্তি উদ্ধার, গ্রেপ্তার পাঁচ

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ২৩ সেপ্টেম্বর পণ্ডিতপুরে মহতাব সেখ ও সেকেন্দার সেখের বাড়ী থেকে মাটির তলায় পুঁতে রাখা এক প্রাচীন দেবমূর্তি পুলিশ উদ্ধার করে। প্রকাশ রঘুনাথগঞ্জ থানা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মূর্তি চালানকারী চক্রের রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের বড়শিমূল চাঁদপাড়ার হিরু সেখ ও নেশফুল সেখকে গ্রেপ্তার করে। তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী লক্ষ্মীপুর বাবুপুরের জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেপ্তার করলে তার কথামত পণ্ডিতপুরের মহতাব ও সেকেন্দার সেখকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের বাড়ী তল্লাশী চালিয়ে ঐ মূর্তি উদ্ধার হয়। মূর্তিটি ২ ফুট উঁচু কষ্টিপাথরের এবং ওজন ২৩ কেজি ৭৫০ গ্রাম। ধৃতরা স্বীকারোক্তি করে তারা মূর্তিটি বাংলাদেশ থেকে এনে বিদেশে পাচারের জন্য লুকিয়ে রাখে।

## দুই দরদী হৃদয়ের জীবনাবসান

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১৭ সেপ্টেম্বর শরৎচন্দ্র পন্ডিতের জ্যেষ্ঠ পৌত্র সদালাপী, অজাতশত্রু, সর্বজনপ্রিয় অরিন্দম পন্ডিত ( ৫৯ ) সজ্ঞানে তাঁর রঘুনাথগঞ্জ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি মা, স্ত্রী ও তিন কন্যা রেখে গেলেন। পেশায় তিনি অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক হলেও বিভিন্ন পুঁথিগত বিদ্যায় তাঁর জ্ঞান ছিল অগাধ। তাঁর কিছু তথ্যভিত্তিক লেখা আমরা জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশ করি। তিনি কিডনী সংক্রান্ত রোগে ভুগছিলেন।

গত ২২ সেপ্টেম্বর শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সদাহাস্যময় প্রভাদ দে (দুলু) (৫৭) সেরিব্রাল স্ট্রোকে স্থানীয় মহকুমা হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেলেন। তাঁর মধুর ব্যবহার সকলকেই মুগ্ধ করেছিল। মৃত্যু সংবাদ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে শহরের সমস্ত দোকানপাট তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বন্ধ হয়ে যায়।


কি কিনবেন কোথায় কিনবেন

পুজোয় চাই বাটার জুতো

পুজোর সর্বাঙ্গীণ আনন্দ বাড়িয়ে তুলে পরিবারের সকলের মুখে হাসি ফোটাতে চাই জুতো। আর জুতোর জগতে সেরা নাম একটাই 'বাটা'। বাটার সবরকম জুতোর সমারোহ আমাদের এখানে, এই শহরেই। আসুন পছন্দসই বাটার জুতো কিনুন। টেকসই, পছন্দসই, মানানসই সব বয়সের জন্য।

Bata

অনুমোদিত ডিলার—

অরিজিৎ দে

( ভি. আই পি দুলুর দোকানের পাশে )

রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া


## প্রাঃ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

ফরাক্কা ঃ এই শিক্ষা চক্রের যজ্ঞেশ্বরপুর প্রাথমিক স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাধন লালার বিরুদ্ধে মিড্‌ডে মিলের বরাদ্দ চাল কম করে বিলির অভিযোগ ওঠে। এই অভিযোগে গ্রামের অভিভাবকরা প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করেন ও তাঁর প্রাণনাশের হুমকী দেন। এই প্রসঙ্গে এই চক্রের বিদ্যালয় পরিদর্শক বলেন, ব্যাপারটি ভুল বোঝা-বুঝি থেকে হয়েছে। নতুন শিক্ষাবর্ষে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১৫ হাজার থেকে বেড়ে ২১ হাজার হয়েছে। কিন্তু চালের বরাদ্দ বাড়েনি। ফলে মাথাপিছু বরাদ্দ কমিয়ে ৩ কেঃ থেকে ২/২০০ গ্রাঃ করতে হয়েছে।

### লেদ মেসিন বিক্রয়

একটি পুরাতন লেদ মেসিন বিক্রয় আছে। আগ্রহী ব্যক্তিগণদের মেসিন দেখে সিলড্‌ কোটেশন জমা দেবার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। উপযুক্ত মূল্য না পেলে কর্তৃপক্ষের কোটেশন বাতিল করার পূর্ণ অধিকার থাকছে। আগামী ৬ই অক্টোবর '৯৭ এর মধ্যে দরপত্র অবশ্যই পেঁছান চাই। যোগাযোগ ঃ

প্রধান শিক্ষক, জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়

### ॥ স্থানান্তরকরণ ॥

ইউ, বি, আই, রঘুনাথগঞ্জ শাখার কিয়দংশ বিপদজনক অবস্থায় থাকায় কর্মচারী ও গ্রাহকদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সাময়িকভাবে শাখাটি রাজা মার্কেটের দ্বিতলে পিয়ারলেস ভবনে স্থানান্তরকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ঐ স্থানান্তরকরণ গত ২১/৯/৯৭ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে। সকলের সহযোগিতা কাম্য।

কর্তৃপক্ষ

Ref. No. Rag./Adv./148/97 Date 18. 9. 97


ETDC

( A unit of Govt. of West Bengal )

Stands for Quality & Reliability

ওয়েবসি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটির ও ক্ষুদ্র-শিল্প দপ্তরের বিপনন সহায়তা প্রকল্পের অধীনে একটি সাধারণ ব্র্যাণ্ড

- উজ্জ্বল
- টেক্‌সই
- সুনিশ্চিত গুণমান
- ন্যায্য মূল্য

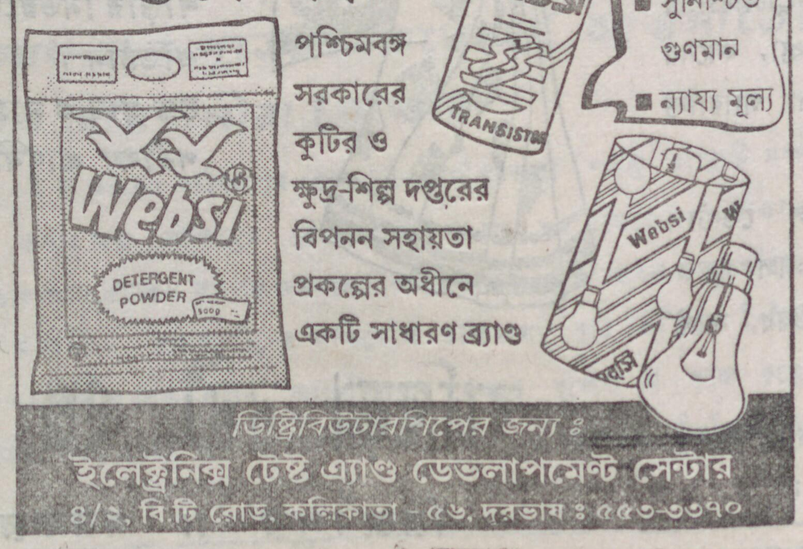


ডিস্ট্রিবিউটারশিপের জন্য ঃ

ইলেক্ট্রনিক্স টেষ্ট এ্যাণ্ড ডেভলাপমেণ্ট সেন্টার

৪/২, বি.টি রোড, কলিকাতা - ৫৬, দূরভাষ ঃ ৫৫৩-৩৩৭০


### বাড়ী বিক্রয়

জঙ্গীপুর মহকুমার অন্তর্গত এলাকার সংলগ্ন বাবুবাজারের একশতক জায়গার উপর একটি পাকা গৃহ দোকান বাড়ী বিক্রয় হইবে। উপযুক্ত দামে ক্রয় করিলে যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা—

আমিনুল ইসলাম

হাটতলা, পোঃ রামপুরহাট

( বীরভূম )


কার্ডস ফেয়ার

এখানে সবরকমের কার্ড পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ ৬৬২২৮

**পুরসভার ডাক্তার নিয়োগ** (১ম পৃষ্ঠার পর)

আছে এবং বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতাও আছে। কাউন্সিলারদের অভিমত ডাক্তারের ডিগ্রি যা আছে তা সঠিক কিনা অনুসন্ধান করা হয়নি। কেননা ডাক্তারমাত্রই এমবিবিএস ডিগ্রি থাকে। কিন্তু এঁর ডিগ্রি বি. এ. এম. এস। তার উপর যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ করেছেন সবগুলিই প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান, সরকারী নয়।


*মহাপুজায় সকলের জন্য আমরা—*

## রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
## রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

*( হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার )*

*রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০*

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

*ফোন নং—৬২০২৭*

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। পুজোর বিশেষ আকর্ষণ ২০%. সরকারী ছাড়।

✪ *সততাই আমাদের মূলধন* ✪

*জয়ন্ত বাঘিড়া* সভাপতি | *ধনঞ্জয় কাদিয়া* ম্যানেজার | *অচিন্ত্য মনিয়া* সম্পাদক



আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

## ✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

*রঘুনাথগঞ্জ ✶ ফুলতলা ✶ মুর্শিদাবাদ*

*( সবজী বাজারের বিপরীত দিকে )*

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—*ডাঃ সাহা*

ডি. এম. এস ( কলি ), পি. ই. টি (ডাব্লু, টি), এফ. ডাব্লু. টি ( আই. আর. সি. এস )

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিণ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার, কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।


দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ ( মুর্শিদাবাদ ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

**ভোটের দেড় বছর বাদে পাওনা মেটেনি** (১ম পৃষ্ঠার পর)

বিপুল টাকায় যে প্রশাসন স্থায়ী কয়েকটি গণনার ঘর নির্মাণ করতে পারতেন, সে কথা দেবব্রতবাবুও স্বীকার করেন। তিনি বলেন, খরচ যখন বিশাল অঙ্কের হয় তখনই প্রশাসনের বড়কর্তাদের টনক নড়ে। কিন্তু তারপর আর কেউ স্থায়ী ঘরের কথা চিন্তা করেন না। এরপরের মোটা বিল বলতে স্থানীয় ডায়মণ্ড ক্লাবের বেকার যুবকরা যে ক্যাটারিং-এর অর্ডার নেন তার ৭০ শতাংশ মিটিয়ে দিলেও পুরো টাকা এখনও মেটানো হয়নি। এ ব্যাপারে বেকার যুবকরা প্রশাসনিক কার্যে টাকা লগ্নী করতে স্বভাবতঃই হতোদ্যম হয়ে পড়েছেন। মহকুমার ষ্টেশনারী দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহকারী, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সরবরাহকারী ইত্যাদি বহু ছোট ব্যবসায়ী এ পর্যন্ত তাঁদের সম্পূর্ণ পাওনা পাননি। কবে পাবেন তার আশ্বাসও পাননি। তাই বিভিন্ন ছোট বড় ব্যবসায়ী ভবিষ্যতে নির্বাচনের কাজে টাকা লগ্নী করতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন। এ ব্যাপারে বহু ব্যবসায়ী ক্ষোভের সঙ্গে আমাদের জানান, দেশে কোটি কোটি টাকা কেলেঙ্কারী হলেও এবং সরকারী কর্মী ও অফিসাররা তাঁদের পাওনা কড়ায়গণ্ডায় বুঝে নিলেও কেবলমাত্র বেকার, ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেই সরকারের টাকার অভাব না অন্য কোনও কারণ তা তাঁরা বুঝতে অক্ষম। নবাগত মহকুমা শাসক মনীষ রায় জানান, গত আগষ্ট মাস পর্যন্ত নির্বাচনের বিল বলতে প্রায় সাড়েদশ লক্ষ টাকা এখনও বকেয়া পড়ে আছে। তার অধিকাংশটাই ডেকরেটরদের বিল। কবে পাওয়া যাবে তার কোন সঠিক সময় বলতেও প্রশাসন পারছেন না। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচনে আবার যে বিশাল বিল হবে তার আগে পূর্বের বিল শোধ হবে কিনা তা জানাতে মহকুমা শাসক মনীষবাবুও ব্যর্থ।


*বিশেষ আকর্ষণ ঃ* বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই ছাপা শাড়ী।

*আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।*

## বাঘিড়া নন্দী এণ্ড সন্স

*মির্জাপুর ।। গনকর*

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯